আমি যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি সেটি হল—‘আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থতত্ত্ব;একটি দার্শনিক সমীক্ষা।’ এই গবেষণায় মূলত আমি আয়ুর্বেদে যে পদার্থের কথা বলা হয়েছে সেই ‘পদার্থ’ নিয়ে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে ‘পদার্থ’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তা দর্শনে ব্যবহৃত ‘পদার্থ’ শব্দের অর্থের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ কিনা, পদার্থের বিভাগ এবং বিভক্ত পদার্থ যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে দর্শনে উল্লিখিত পদার্থের ক্রমের ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করব। আয়ুর্বেদে পদার্থ সমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ, তাদের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দর্শনে ঐ নাম যুক্ত পদার্থ সমূহের লক্ষণ, বিভাগ যেভাবে করা হয়েছে তা পাশাপাশি আলোচনা করব। এই অলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আয়ুর্বেদের বক্তব্যর মিল ও অমিল অনুসন্ধান করব। অবশ্যই আয়ুর্বেদের সঙ্গে দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পদার্থ স্বরূপ বিষয়ে কোন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয় হবে। যদি এই বিষয়ে আয়ুর্বেদের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তবে তার হেতু অনুসন্ধানের অবকাশ থেকে যায়। আলোচনার প্রথমেই আমরা ‘আয়ুর্বেদ’ ও ‘পদার্থ’ শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করব।

আয়ুর্বেদ শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। একটি হল ‘আয়ু’ অন্যটি হল ‘বেদ’। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা এদের সংযুক্ত অবস্থাকে আয়ু বলা হয়। ‘আয়ু’ শব্দ গতিশীলতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অভিপ্রায় এই যে যতক্ষণ শরীর গতিযুক্ত সেটি আয়ু। আয়ু হল জীবনকাল। ধারি, জীবিত, নিত্যগ অনুবন্ধএই কয়টি শব্দ আয়ুর পর্যায়বাচী শব্দ।

'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান, আখ্যান, সত্ত্বা বা বিচার ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুর্বেদের অন্তর্গত 'বেদ' শব্দটি জ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণত আয়ুর্বেদ বলতে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর কথা বোঝায়। কিন্তু চরকসংহিতায় 'আয়ুর্বেদ' শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আয়ু বিষয়ক আলোচনা বলতে ঠিক কি বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্ মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃস উচ্যতে।" অর্থাৎ যে শাস্ত্রে হিতায়ু অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু এবং এই চার প্রকার আয়ুর বর্ণনা করা হয় তাকে আয়ুর্বেদ বলা হয়। যে আয়ু জগতের হিতসাধন করে তাকে হিতায়ু বলা হয়। এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু জগতের অহিত সাধন করে তাকে অহিতায়ু বলে। যে আয়ু সুখের সঙ্গে ভোগ করা যায় তাকে সুখায়ু বলা হয়। সংক্ষেপে রোগ শূন্য আয়ু হল সুখায়ু। এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু দুঃখের সঙ্গে ভোগ করা হয় তাকে দুঃখায়ু বলে। আয়ুর্বেদে বিকার ও রোগকে যেহেতু দুঃখ বলা হয়েছে তাই রোগ যুক্ত আয়ুকে দুঃখায়ু বলা হয়।

ত্রিদন্ডের সংযোগে ত্রিদন্ডী তৈরী করলে তাতে কিছু রাখলে যেমন তার পতন রোধ করা যায় তেমনি মন, আত্মা, শরীর ত্রিদন্ডের মতো। এদের সংযোগে সকলে জীবিত থাকে। এই সংযোগের উপরে কর্মফল, বিষয় বাসনা, সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি নির্ভর করে। মন, আত্মা, শরীর সংযুক্ত অবস্থাকে পুরুষ বল হয়। এই পুরুষই চেতন। এই পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। এই পুরুষ সুখ দুঃখের আধার। এই পুরুষের আরোগ্যের জন্যই আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছে। এই পুরুষের সঙ্গে আমরা সংখ্যদর্শনের পুরুষের কিছু অংশে মিল লক্ষ্য করি পার্থক্যও কিন্তু লক্ষ্য করার মত।

রোগশূন্য আয়ু সুখায়ু। কিন্তু রোগ কাকে বলে এবং রোগ কতপ্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদে তিনটি রোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল নিজ, আগন্তুক ও মানস। এই তিন প্রকার রোগের মধ্যে যে সকল রোগ শরীর স্থিত বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা বিঘ্ন হওয়ার জন্য উৎপন্ন হয় তাকে নিজ রোগ বলে। আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও কফের জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাকে আগন্তুক রোগ বলা হয়। যে রোগ প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম থেকে উৎপন্ন হয় তাকে মানস রোগ বলে। যা রজ এবং তম গুণের বিকারের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কাল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ এই তিনটি ব্যাপার শরীর ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধিরই হেতু। এখন প্রশ্ন হল মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ বলতে কি বোঝায়? উদাহরণের সাহায্যে এদের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেমন কালের হীনযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে সম্যক শীত না পরা। কালের অতিযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে অতিরিক্ত শীত পরা, গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম পরা কালের মিথ্যাযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে একেবারেই শীত না পরা বা গ্রীষ্মকালে একেবারেই গরম না পরা। শরীর এবং মন এই দুটিকে কেন্দ্র করে রোগ উৎপন্ন হয়। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমযোগ হল আরোগ্যের হেতু।

আয়ুর্বেদে তিন প্রকার রোগের নিরাময়ের জন্য তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে দৈবব্যাপাশ্রয়, যুক্তিব্যাপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজায় নামে পরিচিত। মন্ত্র, ঔষধ, রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ, হোম, পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, নিয়ম, প্রণিপাত এবং তীর্থগমন প্রভৃতিকে

দৈব্যব্যাপাশ্রয় ঔষধ বলে। যুক্তি পূর্বক ঔষধ ও পথ্যাদির প্রয়োগ করাব নাম যুক্তিব্যাপাশ্রয়। অহিতকর বিষয় বস্তু থেকে মনকে নিবৃত্ত করার নামই সত্ত্বাবজায়।

চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের বিষয় নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। “প্রয়োজনং চাস্য স্বাস্থস্য স্বাস্থরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশণম্।” আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সুস্থ পুরুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা আর রোগী ব্যাক্তির রোগ দূর করা। এখানে প্রথমে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দ্বিতীয়ত রোগ প্রশমনকেই আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় আবার বলা হয়েছে যে “ধাতুসাম্যক্রিয়া, চৌক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্” অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন ধাতুর সাম্য রক্ষা করা। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ধাতু বলতে কি বোঝায়? তার উত্তরে বলা হয়েছে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ যখন বিকৃত না হয়ে সমতায় থাকে তখন তাকে ধাতু বলা হয়।

সাম্যাবস্থা বলতে বোঝায় বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি কম নয় আর একটি বেশিও নয় সমান সমান। সুশ্রুত সংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে। রোগে আক্রান্ত মানুষকে রোগ থেকে মুক্তি তথা সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা এই দুই আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রয়োজন। রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। কারণ রোগ হলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ যাতে না হয় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে নগরী নগরের রক্ষায় তথা রথী রথের রক্ষায় সদা সাবধান থাকে, তেমনি বুদ্ধিমান মানুষের উচিত নিজের রক্ষা করার মতন ক্রিয়া করা।

শরীর যদি না থাকে অথবা শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে কোনও কার্য সম্পন্ন করা যাবে না। তাই শরীরের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। শরীর থাকার কারণে সকল পদার্থ উপযোগী হতে পারে। শরীর

না থাকলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির অবকাশ নেই। এই কারণে শরীর রক্ষা করার সর্বপ্রথম বা মুখ্য কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে চক্রপাণী দত্ত বলেছেন 'সর্বভাব ইতি ধর্মাদি চতুর্বর্গাভাব ইত্যর্থ'। এখানে 'সর্বভাব' এই শব্দের তাৎপর্য হল শরীরের অভাব হওয়ার কারণে ধর্মাদি চারটি পুরুষার্থের অভাব হবে। অর্থাৎ শরীর না থাকার কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব নয়।

যেকোন শাস্ত্রেরই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র হওয়ায় আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল চিকিৎসা, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগীর রোগ নিরাময় করা। কিন্তু আয়ুর্বেদে ধনৈষণা, প্রাণৈষণা এবং পরলোকৈষণার কথা বলা হয়েছে।

প্রাণ অর্থাৎ জীবন। দীর্ঘ নিরোগ জীবন লাভ করার এষণাকে প্রাণৈষণা বল হয়। এই তিনটি এষণার মধ্যে প্রানৈষণা প্রধান। কারণ যাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় সেই চেষ্টা করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

প্রাণৈষণার পর ধনৈষণার কথা বলা হয়েছে। প্রাণ রক্ষার পর ধন অন্বেষণ করা কর্তব্য। কেননা উপকরণহীন নির্ধনের দীর্ঘায়ু লাভ ব্যর্থ। চরকের মতে উপকরণহীন নির্ধন অপেক্ষা পাপী আর কেউ নেই। অতএব উপকরণ সকল অন্বেষণ অর্থাৎ ধন উপার্জন করতে বিশেষ ভাবে যত্নবান হতে হবে। যে যে উপায়ে অবলম্বন করে ধন উপার্জন হয় সেগুলি হল কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি।

তৃতীয় যে এষণার কথা বলা হয় তা হল পরলোকৈষণা।

ভারতীয় দর্শনে চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এখন প্রশ্ন হল এই চারটি পুরুষার্থকে কিভাবে লাভ করা সম্ভব? ধর্ম বলতে মহর্ষি চরক বুঝিয়েছেন, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচার্যকে। শাস্ত্র অবিরোধী কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয়েছে। শাস্ত্র বলতে যা শ্রুতি এবং শ্রুতির অবিরোধী তাকে বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে চরকের মতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও গুরুজনের রোগের আরোগ্য বিষয়ে যথাযোগ্য যত্ন, আয়ুর্বেদোক্ত আধ্যাত্ম বিষয়ে নিয়ত অনুধ্যান ও উপদেশ দান এই সমুদয় কার্য দ্বারা আয়ুর্বেদ থেকে ধর্ম লাভ হয়। চরকের মতে কোন রাজা বা ধনী লোকের কাছ থেকে চিকিৎসার দ্বারা যা কিছু সুখোপহার বা অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রিত প্রাণীগণকে চিকিৎসার দ্বারা রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া যায় তাই আয়ুর্বেদ জনিত অর্থ লাভ। চিকিৎসার দ্বারা পণ্ডিতগণের কাছ থেকে যে সমাদর লাভ করা যায়, যশ লাভ করা যায়, লোকের শরণ্য হওয়া যায়, তাই আয়ুর্বেদ জনিত কাম লাভ। এখন প্রশ্ন হল মোক্ষ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চরকসংহিতাকে অনুসরণ করে মোক্ষের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করবো।

প্রবৃত্তি হল দুঃখের কারণ এবং নিবৃত্তি হল সুখের কারণ "তস্য মূলং সর্বোপপ্লবানাং চ প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিরূপরমঃ, প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির্দুখং, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি।" চরকসংহিতায় নিবৃত্তিকে মোক্ষের পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে। নিবৃত্তি হচ্ছে অপবর্গ এবং এটি পরমপুরুষার্থ। এই অপবর্গই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। এটি শান্ত এর কোন ক্ষয় নেই তাই একে অক্ষয় বলা হয়েছে। "নিবৃত্তিরপবর্গস্তিতপরং তত্ প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্ ব্রহ্ম স্ব মোক্ষঃ" ন্যায় দর্শনে বাৎসাযন ভাষ্যে এই মোক্ষবস্থাকে অজড়, অভয় অমৃত্যুপদ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বলা হয়েছে।

পাপরোহিত, রজগুণ রোহিত শান্ত অবস্থা হল মোক্ষের স্বরূপ। একে শ্রেষ্ঠ, অক্ষয়, অমৃত ব্রহ্ম নিদান এবং শান্তি এই সকল পর্যায় শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। “বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্। অমৃতং ব্রহ্ম নির্বাণং পর্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে।” মোক্ষ হচ্ছে চরম ফল, একে লাভ করার জন্য যোগ সাধন করতে হয় এবং মোক্ষাবস্থায় সমস্ত বেদনার নিবৃত্তি হয়। যোগ হল মোক্ষের প্রবর্তক। যোগাবস্থায় এবং মোক্ষাবস্থায় সকল অনুভূতির নিবৃত্তি হয়ে যায়। “যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদনানামবর্তনম্। মোক্ষে নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষপ্রবর্তকঃ।”

এখানে আমরা চরক সম্মত মোক্ষের লাভের ধারণার সাথে যোগ দর্শণের বক্তব্যের মিল লক্ষ্য করতে পারি। কারণ আমরা দেখি চরকসংহিতায় যোগকে মোক্ষের প্রবর্তক বলা হয়েছে। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যোগ দর্শনসম্মত অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গযোগ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা এবং সমাধি। আবার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ মোক্ষের সহায়ক যারা বলেছেন তারাও যোগের ভূমিকা অস্বীকার করেননি। যেমন ন্যায় দর্শন। মনের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করা, সকল বিষয়ে প্রবৃত্তিতে দুঃখবোধ এবং নিবৃত্তিতে সুখ অনুভব করা এই গুলিকেও মোক্ষ লাভের উপায় বলা হয়েছে। আর এর বিপরীত গুলিকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে।

চরক সংহিতাতে পৃথক ভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম কে ত্রিবর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা প্রবৃত্তি মার্গকে অনুসরণ করেন অর্থ, কাম তাদের কাছে আকাঙ্খিত কিন্তু অর্থ ও কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হয়েছে। আস্তিক দর্শন গুলির বক্তব্যও তাই। নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণকারীর নিকট মোক্ষই আদরণীয়। জীব যদি স্বাস্থ্যবান না হয় রুগ্ন হয় তাহলে পুরুষার্থ প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। সুস্থ মানুষই নিজের

উদ্যমে পুরুষার্থ প্রাপ্ত হতে পারে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রোগ প্রশমণ হেতু আয়ুর্বেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে আয়ুর্বেদের মূল লক্ষ্যর সঙ্গে আয়ুর্বেদের পদার্থের সম্বন্ধ কী? পদার্থ বলতে আয়ুর্বেদে যাদের নির্দেশ করা হয়েছে তাদের কোনও বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পদার্থের সঙ্গে মিল আছে কিনা তা এ প্রসঙ্গে দেখা হবে। তাদের কি শুধু নামের দিক থেকেই মিল না স্বরূপতও মিল আছে তা দেখা হবে। পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে কী আয়ুর্বেদে নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে? কারণ আমরা দেখি বাৎস্যায়ন ভাষ্যে দার্শনিক আলোচনার ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে তা হল— উদ্দেশ্য, লক্ষণ, বিভাগ এবং পরীক্ষা। চরকসংহিতায় লক্ষণ শব্দ ব্যবহার আমরা পাই কিন্তু তা দর্শনে যে অর্থে লক্ষণ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ চরকসংহিতায় লক্ষণ শব্দটি বৈশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত লক্ষণের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। আয়ুর্বেদে পদার্থ গুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষণ উল্লেখ এবং বিভাগ করা হয়েছে কিন্তু এখানে বাৎস্যায়ন নির্দিষ্ট অর্থে পরীক্ষা বা বিচার করা হয়নি।

চরকসংহিতায় পদার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “অর্থঃ পদস্য”। অর্থাৎ পদের বিষয়কে পদার্থ বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেছেন ‘পদস্য’ অর্থাৎ একপদ, ‘পদয়োঃ’ অর্থাৎ দুটিপদ, ‘পদানাম’ বহু পদের অর্থ হল পদার্থ। “পদার্থ নাম পদস্য পদয়োঃ পদানাম বা অথঃ।”

‘অর্থ’ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে অর্থ বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি দত্ত বলছেন—যা জানার যোগ্য তাহল অর্থ। সুতরাং বল যায়

যে, আয়ুর্বেদের পদার্থ শব্দের সঙ্গে দর্শনে যে অর্থে পদার্থ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তার কোন বিরোধ নেই। কারণ আমরা দেখি বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া যায় তাহল 'পদস্য অর্থঃ পদার্থ'। অর্থাৎ পদ শ্রবনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পদার্থ। অর্থাৎ যে বস্তু পদ জন্য নির্দিষ্ট হয় তাকে পদার্থ বলা হয়। যেমন টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা ইত্যাদি শব্দকে পদ বলা হয়। এই পদ যে বস্তুকে বোঝায় তাই হল তার অর্থ। কাজেই টেবিল, চেয়ার, বহ, খাতা ইত্যাদি বস্তুই পদার্থ। যা জ্ঞেয় তাই পদার্থ। পদার্থ বলতে পদনির্দিষ্ট অর্থ যা কোনও শাস্ত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয় তাকেও বোঝায়। আয়ুর্বেদে যে সমস্ত পদার্থের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায় অন্তর্ভূক্ত।

এখন প্রশ্ন হল 'তত্ত্ব' কাকে বলে? উত্তরে বলা হয় 'স্বরূপ' অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমি মূলত আয়ুর্বেদের পদার্থ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে পদার্থের স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্ক কী? অর্থাৎ এই পদার্থ সমূহের তত্ত্ব জ্ঞান আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের সঙ্গে কীরূপে সম্বন্ধযুক্ত—আমরা এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করবো। পদার্থ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল শাস্ত্রপাঠ করলেই হবে তা নয়, তত্ত্ব আলোচনাও আবশ্যক। মহর্ষি চরক চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আয়ুর্বেদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহন করার কথা বলেছেন। তত্ত্ব আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। আবার বলা হয়—আয়ুর্বেদের লক্ষ্য হল ধাতু সাম্য বজায় রাখা। এই ধাতু সাম্যের কারণে পদার্থের জ্ঞান কেবল উপযোগীই নয়, অত্যাবশ্যক। কেননা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতু বা দোষকে বিশেষ গুণ, কর্ম, দ্রব্যের দ্বারা সাম্যাবস্থায় আনা হয়

এবং ক্ষীণ ধাতুকে সামান্য দ্রব্য, সামান্য গুণ এবং সামান্য কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি করে সাম্যাবস্থায় আনা। দ্রব্যে গুণ এবং কর্ম, সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ধাতুর সাম্য হেতু দ্রব্য প্রয়োগ সামান্য বা বিশেষের দ্বারাই করা হয়। অতএব আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। অতএব আয়ুর্বেদের সাথে পদার্থতত্ত্বের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকেব সম্বন্ধ বর্তমান।